১০

ঢাকা জেলা ধোলাই খাল ক্ষুদ্র যন্ত্রাংশ প্রস্তুতকারক ও মেরামত কারখানা মালিক সমিতির সভাপতি বিডিআই এর চিঠির উত্তর দিলেন

ঢাকা জেলা ধোলাই খাল ক্ষুদ্র যন্ত্রাংশ প্রস্তুতকারক ও মেরামত কারখানা মালিক সমিতির সভাপতি জনাব তাজিজুল হক সম্প্রতি বিডিআই এর চিঠি (৯ নম্বর অনুচ্ছেদ দেখুন)-র উত্তর দেন। চিঠির বক্তব্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও প্রাসঙ্গিক বিধায় সেটি এখানে ফটোকপি করে ছাপানো হচ্ছে (পড়ার সুবিধার জন্য এখানে চিঠিটি নতুন করে টাইপ করে দেওয়া হলো)। বিডিআই জনাব তাজিজুল হকের সাথে পুরোপুরি একমত। বাংলাদেশে ইঞ্জিন তৈরী করতে সক্ষম হবার গুরুত্ব অপরিসীম। বিশেষতঃ কৃষিক্ষেত্রে এর সুদূরপ্রসারী প্রভাব অত্যন্ত সুস্পষ্ট। এ ব্যাপারে বিডিআই কি কি কর্মসূচী গ্রহণ করছে তা আমরা পরবর্তীতে আপনাদের জানাবো। পাঠকমণ্ডলীর কোন উপদেশ বা ধ্যান-ধারণা থাকলে আমরা তাও জানতে চাই।

ফোন : অনুরোধে ————

ঢাকা জিলা ধোলাইখাল ক্ষুদ্র যন্ত্রাংশ প্রস্তুতকারক ও মেরামত কারখানা মালিক গ্রুপ

৩৩ লালমোহন শাহ স্ট্রীট, ধোলাই খাল, ঢাকা ১১০০

তারিখ : ২২শে জুলাই, ১৯৯৩

ডক্টর শাহ মোঃ ইউনুস
সভাপতি
বিডিআই
১৫১৬০ সাউথ-ইষ্ট ৫৪থ প্লেস
বেলভিউ, ওয়াশিংটন ৯৮০০৬
ইউএসএ
————

জনাব,

আপনাদের লেখা ২১-০৬-৯৩ ইং তারিখের পত্রটি আমরা ১৪-০৭-৯৩ ইং তারিখে প্রাপ্ত হইয়াছি। পত্রের মাধ্যমে আপনাদের প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে আমরা সম্পূর্ণরূপে অবগত হইয়াছি। দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নতিকল্পে বিদেশে অবস্থান করিয়া যে সংগঠন আপনারা গঠন করিয়াছেন ক্ষুদ্র শিল্পের পক্ষ হইতে আমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। বাংলাদেশ শিল্প উন্নয়নে পৃথিবীর যে কোন দেশের চাইতে অনেক পিছনে রহিয়াছে। কারণ হিসাবে আমরা বলিতে পারি বৃটিশদের নিকট হইতে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর এই দেশের শিল্প কারখানা যাহা কিছু প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল তাহার অধিকাংশই বৃহদাকারের শিল্প কারখানা। অবাংগালী পশ্চিম পাকিস্তানের নাগরিকগণই ছিলেন এই সমস্ত শিল্প কারখানার মালিক। কাঁচামাল হিসাবে পাট

বাংলাদেশে প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইত। এই পাট দ্বারাই চটের বস্তা এবং অন্যান্য পণ্যাদি উৎপাদন করার জন্যই পাটকলগুলি স্থাপন করা হইয়াছিল। এই সমস্ত শিল্প কারখানায় ব্যবহৃত মেশিনারী বিদেশ এবং পশ্চিম পাকিস্তান হইতে আমদানী করা হইত। টেক্সটাইল মিলের লুম এবং অন্যান্য মেশিনারীও একই উপায়ে বিদেশ হইতে অথবা পশ্চিম পাকিস্তান হইতে আমদানী করা হইত। এই দেশে যে সমস্ত চিনিকলগুলি ছিল তাহাও বিদেশীদের। এই সমস্ত কারখানাগুলিতে যে সমস্ত যন্ত্রাংশ প্রয়োজন হইত তাহাদের অধিকাংশই পশ্চিম পাকিস্তান হইতে আমদানী করা হইত।

তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, চট্টগ্রামে কয়েকটি ক্ষুদ্র শিল্প কারখানা ছাড়া মেটাল জাতীয় পণ্যাদি উৎপাদনের তেমন কোন কারখানা ছিল না। ঐ সমস্ত শিল্প কারখানারও অধিকাংশ মালিকগণ ভারত হইতে আগত অবাংগালীরা ছিলেন। ঐ সমস্ত শিল্প কারখানায় কর্মরত বাংগালী শ্রমিকগণ দেশ স্বাধীন হওয়ার পর কোন প্রকার সরকারী সাহায্য ও সহযোগিতা ব্যতিরেকেই নিজস্ব প্রচেষ্টায় এবং অল্প পুঁজি দ্বারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্প কারখানা ধোলাইখাল এলাকায় স্থাপন করেন। এই সমস্ত শিল্প কারখানাগুলি খুবই পুরাতন প্রযুক্তির মাধ্যমেই পরিচালনা করিতেছিল। আধুনিক প্রযুক্তি সম্পর্কে তাহাদের তেমন কোন ধারণাই ছিল না। সরকারী কর্মকর্তা বা কোন বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ এই সমস্ত কারখানাগুলির ব্যাপারে কোন প্রকার খোঁজ-খবর রাখেন নাই এবং কোন প্রকার সুযোগ-সুবিধাও প্রদান করেন নাই। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ডি, জি, ইণ্ডাস্ট্রিজ হইতে শত শত ক্ষুদ্র শিল্প কারখানার রেজিষ্ট্রেশন প্রদান করা হয় যাহার কারখানার কোন অস্তিত্বই ছিল না। কাঁচামাল হিসাবে বিদেশ হইতে পণ্য আমদানীর জন্য রেজিষ্ট্রেশন প্রাপ্ত শিল্প কারখানাগুলিকে ডি, জি, ইণ্ডাস্ট্রিজ হইতে লাইসেন্স প্রদান করা হইত। উক্ত লাইসেন্সের অধীনে বিভিন্ন কাঁচামাল বিদেশ হইতে আমদানী করিয়া খোলা বাজারে বিক্রয় করা ছিল এই সমস্ত ব্রিফকেসধারী কারখানার মালিকদের একমাত্র কাজ।

মরহুম প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান সর্বপ্রথম ধোলাইখাল এলাকায় ক্ষুদ্র শিল্প কারখানা পরিদর্শন করিতে আসেন। অভাব অভিযোগ এবং বিভিন্ন ব্যাপারে তিনি খোঁজ খবর নেন এবং এই সমস্ত কারখানার উন্নতিকল্পে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। সেই সময় হইতেই ক্ষুদ্র শিল্প কারখানাগুলি সরকারী পর্যায়ে কিছু কিছু সুযোগ সুবিধা পাইতে থাকে। বাংলাদেশ সরকার ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশনের মাধ্যমে ক্ষুদ্র শিল্প কারখানার উন্নতির জন্য ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। বর্তমানে ধোলাইখাল এলাকায় প্রায় ৭/৮ শত ক্ষুদ্র শিল্প কারখানা গড়িয়া উঠিয়াছে। এই সমস্ত কারখানাগুলির উন্নতিকল্পেই আমরা আমাদের এই সমিতি গঠন করিয়াছি। আমাদের সমিতিটি সরকার অনুমোদিত ক্ষুদ্র শিল্প কারখানার প্রতিনিধিত্বকারী একটি বেসরকারী প্রতিষ্ঠান। এই সমিতির ১২ (বার) জন সদস্যকে সরকার ১৯৯২ সনে এশিয়ান প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশনের খরচে ‘‘অটোমোবাইল এণ্ড এগ্রিকালচারাল মেশিনারী ফর বাংলাদেশ’’ শীর্ষক ষ্টাডি মিশন জাপান ও থাইল্যাণ্ডে প্রেরণ করেন। জাপান ও থাইল্যাণ্ডের এই ষ্টাডি মিশনের মাধ্যমে আধুনিক প্রযুক্তি এবং পণ্যাদি উৎপাদনের কলা-কৌশল সম্বন্ধে আমরা ব্যাপক জ্ঞান অর্জন করি।

সাব-কন্ট্রাক্টিং পদ্ধতি ব্যতিরেকে কোন অবস্থাতেই ক্ষুদ্র শিল্প কারখানার উন্নতি করা সম্ভব নয়। এই ব্যাপারে আমরা আমরা পুরোপুরি জ্ঞান অর্জন করিতে সক্ষম হইয়াছি। সেই ভিত্তিতেই অত্র সমিতির ২১টি শিল্প কারখানা একত্রিত হইয়া একটি কনসোর্টিয়াম গঠন করিয়াছি। মেটাল জাতীয় বিভিন্ন ধরণের পণ্যাদি উৎপাদনে এই কনসোর্টিয়াম ইতিমধ্যেই বেশ সাফল্য অর্জন করিয়াছে। আপনি আমাদের এই সমিতির প্রস্তাব অনুসারে সাব-কন্ট্রাক্টিং এর ভিত্তিতে যন্ত্র উৎপাদনের যে ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন তাহার পরিপ্রেক্ষিতে জানাইতে চাই যে যথেষ্ট সুযোগ থাকা সত্ত্বেও এই ধরণের পদক্ষেপ গ্রহণ না করার ফলে অধিকাংশ ক্ষুদ্র শিল্প কারখানা আজ প্রায় ধ্বংস হওয়ার সম্মুখীন হইয়াছে।

বাংলাদেশ কৃষি প্রধান দেশ। বর্তমানে যান্ত্রিক উপায়ে চাষাবাদ করিতে পারিলেই চাহিদা মাফিক কৃষি পণ্যাদি উৎপাদন করা সম্ভব। হয়। এখনও প্রায় ৮০% ভাগ চাষাবাদ পুরাতন কায়দায় অবৈজ্ঞানিক নিয়মেই পরিচালিত হইয়া আসিতেছে। কৃষি কাজের জন্য সেচ ও জমি চাষ অতীব প্রয়োজন। এই সমস্ত সেচ ও জমি চাষের জন্য এক-সিলিণ্ডার ডিজেল ইঞ্জিন ব্যবহৃত হয় এবং চাষাবাদের জন্যও একই ধরণের ইঞ্জিন দ্বারা ট্রাকটর ব্যবহৃত হয়। এই এক-সিলিণ্ডার ইঞ্জিন দেশীয় নৌকায়ও ব্যবহৃত হইতেছে। এক-সিলিণ্ডার ইঞ্জিনের প্রায় ৮০% যন্ত্রাংশ ধোলাইখাল এলাকায় অবস্থিত বিভিন্ন শিল্প কারখানায় প্রস্তুত করিতেছে। যেহেতু ইঞ্জিন তৈরী করার কোন কারখানা বেসরকারী পর্যায়ে নাই তাই সম্পূর্ণ ইঞ্জিন বাংলাদেশে প্রস্তুত করা সম্ভবপর হইতেছে না। বাংলাদেশে প্রতি বৎসর প্রায় ১০-১২ হাজার এক-সিলিণ্ডার ইঞ্জিন প্রয়োজন যাহার অধিকাংশই বিদেশ হইতে আমদানী করিতে হয়। বাংলাদেশে স্থায়ীভাবে ইঞ্জিন প্রস্তুত করিলে প্রতিটি ইঞ্জিন প্রস্তুতের খরচ হইবে ৮,৪০০/ - যাহা ১০% মুনাফায় বিক্রয় করিলে বিক্রয়মূল্য হইবে ৯,২৪০/- । অথচ চীন হইতে এই সমস্ত ইঞ্জিনের অধিকাংশই আমদানী হইতেছে যাহার বিক্রয়মূল্য ১৪,২০০/- টাকা। আমাদের হিসাব মতে ১০,০০০/- ইঞ্জিন তৈরী করিতে হইলে ২৫০টি ক্ষুদ্র শিল্প কারখানার প্রয়োজন হইবে। এবং প্রতিটি কারখানায় ৮ জন করিয়া শ্রমিকের প্রতি শিফটের প্রয়োজন। সেই হিসাবে কমপক্ষে ৪,০০০ শ্রমিক ২ শিফটে কাজ করিতে পারিবে এবং প্রতি বৎসর বিদেশ হইতে একশত বিশ কোটি টাকা খরচ করিয়া যে ইঞ্জিন আমদানী করিতে হয় সেই ক্ষেত্রে মাত্র ২০-২৫ কোটি টাকার কাঁচামাল আমদানী করিলেই প্রতি বৎসর প্রায় একশত কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয় হইবে। প্রাথমিকভাবে বৎসরে ২ হাজারটি ইঞ্জিন উৎপাদনের পরিকল্পনা গ্রহণ করিলে দেশের যে সমস্ত সুবিধাদি রহিয়াছে সেগুলি ব্যবহারের মাধ্যমে মাত্র ৪০-৫০ লক্ষ টাকার পুঁজির মাধ্যমেই সম্ভবপর। এই ধরণের ইঞ্জিন উৎপাদনে প্রাথমিক গবেষণায় মাত্র ৪/৫ লক্ষ টাকা খরচ করিলেই ইঞ্জিন প্রস্তুত করা সম্ভব হইবে। পরবর্তীতে এই লাভজনক ব্যবসায় পুঁজি বিনিয়োগ করিতে ক্ষুদ্র শিল্প কারখানার মালিকগণ উৎসাহ বোধ করিবেন এবং তাহাদের নিকট শেয়ার বিক্রয়ের মাধ্যমে মূলধন সংগ্রহ করা যাইবে।

তাহা ছাড়া সরকারী পর্যায়ে যোগাযোগ করিলেও মূলধনের ব্যবস্থা হইতে পারে। এই ব্যাপারে আপনি নিশ্চয়ই আমাদের সাথে একমত হবেন। কৃতকার্য না হওয়া পর্যন্ত কোন বাংগালী কোন ব্যাপারে কখনো আগ্রহ প্রকাশ করেন না। আমাদের সমিতির মাধ্যমে এক-সিলিণ্ডার ইজিন প্রস্তুতের জন্য পরীক্ষামূলকভাবে ৪/৫ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ করার জন্য সদস্যদের নিকট বহুবার প্রস্তাব করিয়াও কোন প্রকার সাড়া পাওয়া যায় নাই। তাহা ছাড়া গবেষণামূলক কাজের জন্য সরকারী পর্যায় হইতে কোন প্রকার আর্থিক সাহায্য ও সহযোগিতার ব্যবস্থা নাই। তাই এই ইঞ্জিন প্রস্তুতের জন্য ব্যক্তিগত পর্যায়ে সমিতির কয়েকজন কর্মকর্তা বেশকিছু অগ্রসর হওয়ার পর আর্থিক অনটনের কারণে অগ্রসর হইতে পারে নাই। আশা করি আমাদের প্রস্তাবটি গ্রহণ করিয়া এই ব্যাপারে আপনারা একটু উদ্যোগ গ্রহণ করিবেন এবং আমাদের যে কোন সহযোগিতার প্রয়োজন আমরা করিব। বিলম্ব হইলেও এই ধরণের উদ্যোগের ফলেই আমাদের দেশ শিল্প ও কৃষিতে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করিতে পারিবে।

সর্বাবস্থায় আমরা আপনাদের সাহায্য ও সহযোগিতা কামনা করি।

ইতি,
স্বাক্ষর

মোঃ তাজিজুল হক (মাস্টার)
সভাপতি
ঢাকা জেলা ধোলাই খাল ক্ষুদ্র যন্ত্রাংশ
প্রস্তুতকারক ও মেরামত কারখানা মালিক সমিতি
৩৩ লালমোহন শাহ স্ট্রীট, ধোলাই খাল, ঢাকা ১১০০

কপি :

১। বেগম খালেদা জিয়া, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ঢাকা, বাংলাদেশ।

২। জনাব আবুল আহসান, রাষ্ট্রদূত, বাংলাদেশ এমব্যাসী, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ওয়াশিংটন, ডিসি।

৩। ডক্টর মোহাম্মদ শাহজাহান, উপাচার্য, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

৪। ডক্টর নূরুল ইসলাম, পরিচালক, ইন্সটিটিউট অব এপ্রোপ্রিয়েট টেকনোলজি, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

৫। ডক্টর জামিলুর রেজা চৌধুরী, সভাপতি, ইন্সটিটিউট অব ইঞ্জিনিয়ার্স, বাংলাদেশ।

৬। ডক্টর আলী আফজাল, অবসারপ্রাপ্ত অধ্যাপক, গণিতশাস্ত্র, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

৭। সভাপতি, জাতীয় ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সমিতি, বাংলাদেশ (নাসিব), ঢাকা।

(সমাপ্ত)